প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ স্বপ্ন ও সফলতার হিসাব-নিকাশ ॥ কারণ ॥ ভারসাম্য-হীন উন্নয়নে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভেদ-বৈষম্য বৃদ্ধি ॥ ভূমি-সংস্কারে ব্যর্থতা ॥ শিল্প-দিগন্তে ব্যর্থতা ॥ জনসংখ্যা-বৃদ্ধি, উৎপাদন-স্বল্পতা ও পণ্যমূল্য-বৃদ্ধি ॥ উপসংহার ॥

ঘ
ভারতের স্বাধীনতার চল্লিশ বছর

স্বাধীনতা-লাভের পূর্বে প্রতিশ্রুতি ছিল, স্বাধীন ভারতে থাকবে না শক্তিস্পর্ধীর অত্যাচার-অবিচার, থাকবে না বিভেদ-বৈষম্য, থাকবে না অশিক্ষা-কুশিক্ষা ও দারিদ্র্যের হাহাকার, থাকবে না রোগ-শোক-ব্যাধির উদ্দাম তাণ্ডব। তার পরিবর্তে সমাজের সর্বত্র বইবে শান্তি ও সচ্ছলতার হাওয়া। এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র দেশ স্বাধীনতার জয়টিকা কপালে নিয়ে মুক্তির আনন্দে থাকবে সদা-মুখরিত। শোষণ ও বঞ্চনা-মুক্ত ভারতের মাথায় অবারিত ধারায় ঝরে পড়বে স্বাধীনতার বহু-প্রত্যাশিত আশীর্বাদ।

ভূমিকা

স্বাধীনতা-লাভের পর চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু এখনও ভারতে সেই বাঞ্ছিত শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। এখনও ভেদ-বৈষম্যের ক্রুদ্ধ ছুরিকাঘাতে ভারতের বুকে রক্ত ঝরে। এখনও অশিক্ষা-কুশিক্ষা ও দারিদ্র্যের জগদ্দল পাষাণ-ভার বুকে নিয়ে অমানিশার অন্ধকারে পড়ে আছে সহস্র যুগের স্থবির ভারতবর্ষ। এখনও রোগ-শোক-ব্যাধির তাণ্ডব-নৃত্যে প্রতি বছর ঝরে যায় কত সবুজ টাট্‌কা প্রাণ। পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণে রেখে আজ যখন স্বাধীনতার চল্লিশ বছরের হিসাব মেলাতে বসি, তখন অনিবার্য কারণেই হিসাব মেলে না। তার কারণ কি?

স্বপ্ন ও সফলতার হিসাব-নিকাশ

কারণ একটিই। একদা যাঁরা ভারতের স্বাধীনতার ছিলেন স্বপ্নদ্রষ্টা, যাঁরা বিদেশীর শাসন ও শোষণ-মুক্ত বিভেদ ও শ্রেণী-বৈষম্যহীন ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং ভারতবাসীর চোখে সেই স্বপ্নের মায়া-অঞ্জন বুলিয়ে দিয়ে মুক্তি-সংগ্রামে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, তাঁরা আজ আর নেই। তাঁদের সেই স্বপ্ন, আদর্শ ও প্রতিশ্রুতি আজ বিলীন হয়ে গেছে সুদূর অতীতের ধূসর দিগন্তে। এখন যাঁদের হাতে রাষ্ট্রচালনার রশিগাছি, তাঁদের কাছে অতীতের প্রতিশ্রুতি-সমূহের—কি নৈতিক, কি অর্থনৈতিক—কোন মূল্যই নেই।

কারণ

ফলে, যা হবার তাই হয়েছে। স্বাধীনতার আশীর্বাদ অবারিত ধারায় ঝরে পড়েছে কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় সুবিধা-ভোগীদের মাথায়। উন্নয়ন-খাতে হাজার-হাজার কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে। কিন্তু সেই উন্নয়নের রথ চলেছে সমাজের উঁচু সড়ক ধরে। দরিদ্র ও শোষিত সংখ্যাহীন জনগণ তার ফললাভে থেকেছে বঞ্চিত। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভেদ-বৈষম্য নিশ্চিহ্ন হওয়া দূরের কথা, আজ তা ধারণ করেছে ভয়াবহ রূপ। একদিকে গগনচুম্বী ঐশ্বর্যের অহংকার, অন্যদিকে বঞ্চনা ও রিক্ততার হাহাকার;

ভারসাম্যহীন উন্নয়নে সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক ভেদ-বৈষম্য বৃদ্ধি

একদিকে ক্ষমতার ঔদ্ধত্য, অন্যদিকে ঘৃণা, অপমান ও লাঞ্ছনার মর্মপীড়া বেদনা—এই বৈষম্যের আঘাতে-সংঘাতে আজ সমগ্র ভারতবর্ষ ক্ষত-বিক্ষত।

কিন্তু সমস্যার যেখানে মূল, শুরু করা উচিত ছিল সেখান থেকেই। ভারত কৃষি-মাতৃক দেশ। তার ভূমিই অর্থনীতির প্রধান উৎস। কাজেই, সূচনাতেই উচিত ছিল ভূমি-সংস্কারের মধ্যস্থতায় ভূমি-সমস্যার সমাধান করা। সে প্রয়াস যে একেবারেই হয় নি, তা নয়; আত্যন্তিক দ্বিধা-দুর্বলতা এবং বাস্তবায়নের গাফিলতিতে তা শুরুতেই বানচাল হয়ে যায়। কৃষি-উন্নয়নের খাতে যে হাজার-হাজার কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে, তার সুফল লাভ করেছে ভূমির মালিক-সম্প্রদায়। যারা ভূমিহীন, তারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়ে আছে।

ভূমি-সংস্কারের ব্যর্থতা

ভারতের শিল্প-চিত্রও কৃষি-চিত্রের মতই দুর্বিবহ, হতাশাব্যঞ্জক। মালিক-গোষ্ঠীর পুঁজি-স্ফীতি ঘটেছে অব্যাহত গতিতে, অন্যদিকে শ্রমিক এবং সাধারণ মানুষ স্বল্প মজুরী ও পণ্যমূল্য-বৃদ্ধির চাপে হয়ে পড়েছে দিশেহারা। শিল্প লাইসেন্স-প্রথা নির্লজ্জ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে একচেটিয়া পুঁজির অতিস্ফীতিকে করেছে উৎসাহিত।

শিল্প-দিগন্তে ব্যর্থতা

অন্যদিকে, বিগত চল্লিশ বছরে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ছাড়িয়ে গেছে প্রায় পঁচাত্তর কোটিকে। অর্থনৈতিক বিকাশ তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না-হওয়ার পরিণামে বেকার-সমস্যা গেছে মাত্রা ছাড়িয়ে। তার ওপর উৎপাদন-স্বল্পতার কারণে চাহিদা-বৃদ্ধির চাপে এবং যোজনা-ব্যয়ের পুঁজি যোগাতে পণ্যমূল্য হয়েছে আকাশস্পর্শী। তার ফলে জনগণের জীবন-যন্ত্রণা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

জনসংখ্যা-বৃদ্ধি, উৎপাদন-স্বল্পতা ও পণ্যমূল্যবৃদ্ধি

এইভাবে ভারতের অর্থনীতির গোড়ায় যেখানে গলদ, সেখানে হাত না দিয়ে কেবল ওপরতলার চমক ও চাকচিক্য সৃষ্টির জন্যে অবাধ ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে কম্পিউটার ও রঙীন টি. ভি.-কে। নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর পরিবর্তে বিলাস-সামগ্রীর প্রতি পরিকল্পিত পক্ষপাতিত্বের ফলে সামাজিক সুস্থিতি আজ হারিয়ে ফেলেছে তার বাঞ্ছিত ভারসাম্য। সমগ্র ভারত আজ তাই সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপ ও অপরাধ-প্রবণতার স্বর্গভূমিতে পরিণত হয়েছে। স্বভাবতঃই, ভারতের বর্তমান রূপের দিকে তাকিয়ে অতীতের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করে আজ গভীর বেদনায় দীর্ঘশ্বাস মোচন করতে হয়। সত্য কথা, ভারত তার বর্তমান রূপ-মূর্তির স্বপ্ন কখনো দেখেনি; সে যে-ভারতের স্বপ্ন দেখেছিল, তার সেই 'স্বপ্নের ভারত' আজও দূর অস্ত্॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়ঃ

- বিগত চল্লিশ বছরে ভারতের অগ্রগতি
- ভারতের বর্তমান সংকটের কারণ
- স্বাধীন ভারতের চল্লিশ বছর